রক্তচিহ্ন

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কারগিল থেকে আসা অবিশ্বাস্য খবরটা অনুতোষবাবুর বাড়ীটাকে হঠাৎই যেন উড়ে আসা কোন বিধবংসী ঝড়ে তছনছ করে দিয়ে গেছে। অনুতোষবাবু ঘরে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো একাকী শুয়ে ছিলেন। পাশের ঘরে ওর স্ত্রী আশাদেবীকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। অনুতোষবাবুর অতবড় প্রাণচঞ্চল বাড়ীটাতে শানের নিস্তব্ধতা। অসহনীয় অনন্ত শূন্যতা আর নিস্তব্ধতা গ্রাস করে ফেলছে। নীচতলায় ওঁর একমাত্র ছেলে অনুজের প্রথম অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী টুসি। সেও হয়তো এ ক'দিনের কান্নাকাটির ফলে শক্তিহীন হয়ে পড়ে আছে ওরই ঘরে। গত সোমবারই কারগিল থেকে অনুজের মৃত্যুর খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল। অনুজ ছিল ইমফলের বর্ডার সিকুরিটি ফোর্সের জুনিয়র কমিশন্ অফিসার। পাকিস্তানের হিংস্র কামানের গুলিগোলায় রোজই ভারতীয় জওয়ানরা আলটপকা শহীদ হয়ে যাচ্ছিল। রোজই সব পত্রপত্রিকায় কারগিলে ঘটে চলা এই সব খবরাখবরের উপর রোমহর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছিল। অনুতোষবাবু খুঁটে খুঁটে সব প্রতিবেদন পড়তেন আর শিউরে উঠতেন ভিতরে ভিতরে। পড়তে পড়তে ওঁর শরীরের রক্ত কণিকাগুলো হিম হয়ে যেতো। ইমফল থেকে কারগিল রওনা দেবার আগে অনুজ ফোনে এই খবরটা বাড়ীতে দিতেই ওর বাবা মা হৈ হৈ করে উঠেছিলেন। ' সে কিরে অনুজ, তোকেও কারগিল পাঠাচ্ছে?' অনুজ ফোন কানে ধরেই বুঝতে পারে ওর মা খবরটা শুনেই ফোনের ওপ্রান্তে বসে কেঁদে ব্যাকুল হচ্ছেন। ইমফল থেকে ফোনে অনুজের সাহস জোগানো কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল। 'আমি কারগিলে যাচ্ছি শুনে তুমি কাঁদছো মা? কিন্তু তুমি দেখো, আমরা সকলেই বাড়ী ফিরে আসবো। হ্যাঁ। যুদ্ধ জয়ের হাসি নিয়েই ফিরে আসবো!'

সদ্য বিয়ে করা অনুজের স্ত্রী টুসি ফোনের পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল। অনুতোষবাবুর কথা শেষ হতেই তিনি টুসির হাতে ফোনটা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'এইনে, বৌমার সংগে কথা বল অনুজ।'

টুসি কেমন ঘাবড়ে গিয়ে কিছু বলতেই ওপাশ থেকে অনুজ বলেছিল, 'ধুর বোকা, পাকিস্তান আমাদের সংগে পারবে ভেবেছো?'

ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে টুসির বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়েছিল। টুসির মধ্যে অচেনা অস্থিরতা এবং অজানা কোন বিপদের ছটফটানি সেই থেকেই।

কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো এবং দূরদর্শনে প্রচারিত কারগিলের বিস্তারিত খবরাখবর অনুতোষবাবুর প্রতিটি রক্ত হিমশীতল করে তুলেছিল। তাঁর ভিতরের বয়ে চলা এ সবের ঝড় ঝঞ্ঝার খবরটা তিনি কোন দিনই টুসি কিংবা আশাদেবীকে জানতে দেননি। যেন যাবতীয় ঝড় ঝঞ্ঝা ওঁর একারই। তিনি বুঝতে পারছিলেন, একটা ব্যাপার তাঁর মধ্যে অবিরাম উপলব্ধ হচ্ছিল যে ঐ অজানা ঝড়টা ওঁদের জীবনযাপনে ঢুকে যেতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে অনুতোষবাবুর প্রাণচঞ্চল বাড়ীটার টুঁটি টিপে ধরেছিল অদৃশ্য কোন শক্তি। যেন বাড়ীটির উপর একটা ধবংসাত্মক ভূমিক

স্প হয়ে গেছে। অনুজের মাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার বাড়ীর সামনের সেই বর্ণনার অতীত হৃদয়স্পর্শী মর্মান্তিক দৃশ্যের পর আরো কয়েকটা দিন কেটে গেছে। কান্নাকাটির শব্দ মিইয়ে গেছে। যেন আকস্মিক কোন মায়ের মত করে একটুও কাঁদতে পারেন নি। এ জন্য এর অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা। মঙ্গলবার অনুতোষবাবুর বাড়ীর সামনে সেনা বাহিনীর গাড়ীতে করে ফুলের মালায় এবং জাতীয় পতাকায় ঢাকা অনুজের নিশ্চল দেহটাকে আনা হয়েছিল। সংগে হাজার হাজার শোকার্ত মানুষের নির্বাক ঢল। পরে সেনাবাহিনীর গাড়ী করেই অনুজের নিষ্প্রাণ দেহটাকে ফৌজী অভিবাদন জানিয়ে চিরবিদায় জানানো হয়েছিল। বাড়ীর দরজায় সেনাবাহিনীর গাড়ী এসে দাঁড়াতেই সকলের আগে টুসিই তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গিয়েছিল। তখনো তার আশা, বিশ্বাস-- কারগিল থেকে পাঠানো খবরটা হয়তো বা ভুলই। ওকে এমন বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে অনুজ স্বার্থপরের মতো চলে যেতে পারে সে কথাটা অনুজের নিথর মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে যেন টুসি বিশ্বাস করতে পারছিল না।

বাড়ীটার উপর একটা ধবংসলীলা ঘটে যাবার পর আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি, সব রাজনৈতিক দলের ছোটবড় নেতারা, মাননীয় বিধায়ক, সাংসদ, পৌরপিতা, কমিশনাররা দলে দলে এসে সহানুভূতি এবং সমবেদনা জানিয়ে গেছেন। যেন আসা যাওয়ারএক উৎসবে মেতে উঠেছে সবাই। সকলেই এসেছিলেন সাহায্য ও সহযোগিতার কথা বলতে। কে কার আগে আসবে, কিছু করবে--তারই নীরব প্রতিযোগিতা। সেই ব্যাপারটাও মিটে গেছে। দু'চার দিনেরই ব্যাপার ছিল মাত্র। নিঃসীম শূন্যতা গিলে ফেলেছে অনুতোষবাবুর বাড়ীটাকে। পৃথিবীটা কেমন হঠাৎই ফাঁকা হয়ে গেল যেন। কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই ধারে কাছে। পৃথিবীর সব গতানুগতিক হয়ে গেছে। যেন কিছুই হয়নি পৃথিবীর কোথাও ! কিন্তু অনুতোষবাবুর ভিতরে চিন্তা ভাবনার ডালপালাগুলো বাঁক নেয়, অন্যখাতে বইতে চায়। সকলে অনুজের কথা বলছে। পাড়ার ক্লাবের কন্ডোলেন্স সভায় এক এক করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছে অনুজ দেশের ভূখন্ডকে রক্ষা করতে জীবন দিয়েছে। এটা আমাদের সকলেরই গৌরব। অহংকার।.....কিন্তু অনুতোষবাবু অন্য চিন্তা ভাবনার ডালপালা ধরে ঝুলতে থাকেন। টুসির গর্ভে অনুজের আত্মজ। টুসির চিন্তাটাই ভিতরে ভিতরে অনুতোষবাবুকে কুট কুট করে কেটে কেটে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে। ওর ভিতরে রক্ত চুঁইয়ে চলার উপলব্ধি।

উপরে বসেই অনুতোষবাবু শুনছিলেন বাইরের কলিং বেল বাজানোর শব্দ। হয়তো বা সহানুভূতি জানানোর জন্য আরও কেউ এসেছে। তিনি উপরে বসেই কান পেতে শোনেন বাইরে থেকে কে যেন টুসির সংগে কথা বলছে। আগন্তুকের কণ্ঠস্বর চিনতে না পেরে তিনি সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ান। টুসির সংগে যে কথা বলছিল তার বয়েস পঁয়ত্রিশের মত। ছ' ফুটের মতো উচচতায়। মাঝারি স্বাস্থ্যের। গায়ের রং শ্যামলা। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া তেলজল বিহীন অযত্নে বেড়ে ওঠা চুল। তিনি সুখেনকে দেখে অবাক হয়ে যান। সুখেন অনুজের বন্ধু নয়। বাড়ীর কারও সংগেই সুখেনের পরিচয় এবং সখ্যতা নেই। তিনি চেনেন সুখেনকে। সুখেন একটা সমাজ বিরোধী, গুন্ডা বদমায়েস। পুলিশের খাতায় সুখেনের নাম ধাম লাল কালিতে লেখা আছে। এটা সকলেই জানে। এ যাবৎ সুখেনের কোন চাকরী বাকরী হয়নি। সম্প্রতি ও সামান্য পুঁজি নিয়ে রেডিমেড শায়া ব্লাউজ বিত্রির ব্যবসা ধরেছে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে সুখেন শায়া ব্লাউজ বিত্রি করে। সুখেনকে কেউ ভালবাসেনা। ভয় করে। ওকে খুশী রাখতে সকলে একটা হয়তো শায়া ব্লাউজ কিনে নেয়। বাড়ীর বাইরে সুখেন অনাদৃত, অবাঞ্ছিত। সুখেনকে কেউ ভালবাসেনা, কিন্তু খাতির করে। কারণ সুখেন একটা মস্তান। একটা মতিচ্ছন্ন যুগের ফসল ! বাড়ীর দরজায় সুখেনকে দেখেই অনুতোষবাবুর পায়ের রক্ত মাথায় ওঠে। ওঁর চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। ও নিশ্চয়ই সমবেদনা জানাতেই বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। মানে সমাজের আর একজন ভাল মানুষ হবার চেষ্টা। উপরে দাঁড়িয়ে থেকে শুনতে পান সুখেন একজন ভদ্রলোকের মত করে কথা বলছে। বলছে, 'আমি মেসোমশাইয়ের সংগে কথা বলতে চাই !'

অনুতোষ ত্রস্ত ভঙ্গিমায় নীচে নেমে আসতে আসতে চোখের ইশারায় টুসিকে ভিতরে যেতে বলে সুখেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। বললেন 'কি বলবে বলো !'

সুখেন অনুতোষের সামনে মাথা নীচু করে বলল, 'আমি টুসির কথা বলতে এসেছি মেসোমশাই!'

অনুতোষের গোটা শরীর রি রি করছিল সুখেনের কথা শুনে। একটা চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল সুখেনের গালে। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করে বললেন, 'টুসির কথা? টুসির কথা বলতে এসেছো মানে?'

সুখেন অনুতোষের সামনে মাথা নীচু করে বলল, 'আমি দায়িত্ব নিতে চাই মেসোমশাই।'

অনুতোষ সুখেনের স্পর্দ্ধা দেখে হতবাক হয়ে যান। চাপা উত্তেজনায় ওঁর গোটা শরীরে কাঁপন ওঠে। তিনি ভরাট কণ্ঠস্বরে শুধোলেন, 'তুমি যে কথাটা বললে তার মানে কি হয় জানো?'

সুখেন বলল, 'জানি'। একটুক্ষণ থেমে বলল, 'অনুজ তো আমাদের দেশের ভূখন্ড রক্ষা করতেই জীবন দিল। আর আমরা কিনা--'

অনুতোষবাবু যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারেন না। একটা মতিচ্ছন্ন যুগের ছোকরার কথাবার্তা। তিনি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন সুখেনের দিকে। যার কোন চাল চুলো নেই, আজ যে ছোকরা জানেনা কাল তার কি করে চলবে, কি ভাবে সে বেঁচে থাকবে, সামান্য পুঁজির ব্যবসা করে দু'বেলা দু'মুঠো খাচ্ছে যে ছেলে, সকলের কাছে যার পরিচয় সমাজবিরোধী, সে বলছে কিনা দেশকে কি ভাবে ভালো বাসতে হয়, সেটাতো অনুজই শিখিয়ে দিয়ে গেলো মেসোমশাই!

অনুতোষবাবু কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকেন দু'চোখে ফ্যাল ফ্যাল চাওনি ভাসিয়ে। তিনি বুঝতে পারেন চেনা জানা মতিচ্ছন্ন যুগের ফসল সুখেনের কাছে তাঁর এতদিনের জীবনদর্শন, অভিজ্ঞতা, মানুষ চেনার অহংকার ধুলোয় মিশে গেল। তিনি নির্বাক সুখেনের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভিতরের ঘর থেকে টুসির ফোঁপানোর শব্দ শুনতে পান। সুখেনকে তিনি কি বলবেন? কিছু বলতে চেষ্টা করতেই ওঁর এক জোড়া ঠোট কেঁপে ওঠে। শব্দ হয়ে বেরোতে পারে না।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com